দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

ঢালাও পাস শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাঘাতস্বরূপ

এ কে এম শাহাবুদ্দিন জহর

শিক্ষাঙ্গন

এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি রেকর্ড। পাসের এ বিশাল সাফল্য কিন্তু বোঝায় না যে, বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা অধ্যবসায়ী হয়ে পড়েছে। বরং প্রকৃত সত্য হল ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার মান আরও হ্রাস পেয়েছে। কারণ দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। আর্থিক সংকটের কারণে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরা বই-পুস্তক, খাতাপত্র প্রভৃতি শিক্ষার সরঞ্জাম ঠিকমত ক্রয় করতে পারছে না। অনেকেই ঠিকমত পড়ালেখায় সময় দিতে পারছে না। কারণ, তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য কর্মক্ষেত্রে সময় দিতে হচ্ছে। ভাল রেজাল্টের জন্য শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবক কারোরই কোন কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব আছে একমাত্র শিক্ষাবোর্ডের। শিক্ষাবোর্ড পরীক্ষকদের বেশি করে নম্বর দিতে নির্দেশ দিয়ে তিলকে তাল করে দিয়ে পাসের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। শুধু এসএসসি নয়, এইচএসসি পরীক্ষাতেও নতুন রেকর্ড সৃষ্টির সকল ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকদের উপর থেকে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্তত ২৫-কে ৩৩ করে দেয়ার জন্য। এছাড়াও ৬৫-কে ৭০ এবং ৭৫-কে ৮০-তে রূপান্তর করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষকরা যাতে উত্তরপত্রে গণহারে নম্বর দেয় সেজন্য প্রচলিত আইনকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণের সময়েও বলা হয় মানবিক বিষয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্রে বিজ্ঞান বিষয়ের মত উচ্চ নম্বর দিতে। প্রশিক্ষণে পরীক্ষকদের আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, benefit of doubt will go to the examinee ইংরেজী summary শুধু passage থেকে ৫টি sentence লিখে দিলেও ৫-এর মধ্যে ৩ দেওয়া হয়। True/False-এর বেলায় False লিখলে আধা নম্বর এবং correct answer করলে আধা নম্বরের বিধান থাকলেও শুধু False লেখার জন্যই পূর্ণ নম্বর দেয়া হচ্ছে। অন্যান্য

ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা অনুযায়ী সনদ দান করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের শিক্ষাবোর্ড বিচারক না হয়ে একটি পক্ষের উকিল হিসেবে কাজ করছে।

এভাবে ঢালাও পাস দান যেমন জাতির জন্য অমঙ্গলজনক তেমনি এটি পরীক্ষার্থী তথা ছাত্রছাত্রীদের জন্যও অকল্যাণকর। মূর্খ সার্টিফিকেটধারী এসব ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষা লাভে অসমর্থ হয়ে পড়ছে। তারা কর্ম ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তারা বুঝবে যে অল্প লেখাপড়া করলেও বড় বড় ডিগ্রি পাওয়া যায় বা পাস করা যায়। সুতরাং কষ্ট করে পড়ালেখা করার কি দরকার? গণপাস দানের ফলে পরবর্তী পরীক্ষার্থীরা পাস সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পড়ালেখা ছেড়ে দিবে অথবা শুধু ২৫ পাওয়ার জন্যই সীমিতভাবে পড়ালেখা করবে।

ঢালাও পাস দান পরীক্ষায় নকল চালু করার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং এটি তার চেয়েও ক্ষতিকর এ জন্য যে, নকল কোন কেন্দ্রে হয়, কোন কেন্দ্রে হয় না। সরকার ইচ্ছে করলেও সকল কেন্দ্রে শিক্ষকদের বাধার মুখে নকল চালু করতে পারে না। কিন্তু গ্রেড দিয়ে পাস করালে তার কুফল প্রতিটি কেন্দ্রেই গিয়ে পড়ে। নকল যেমন জাতিকে মেধাশূন্য করার একটি প্রয়াস, ২০ বা ২৫ নম্বরকে ৩৩ করে দেয়াও তেমনি একটি উদ্যোগ। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জাতি ন্যায়বিচার আশা করেছিল। অথচ দুঃখজনক দলীয় সরকারের মত তারাও ছাত্রছাত্রীদের সেন্টিমেন্ট জয় করার জন্য এমন একটি অন্যায় ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে কুঠারাঘাতের সমপদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা সকল প্রকার বৈষম্যমুক্ত ও ন্যায়বিচারপূর্ণ না হলে জাতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। যেমন আমরা '৭১ '৭২ ও '৭৩ সালের নকলের যুগকে ক্ষমা করিনি। যে রকম আমরা ক্ষমা করিনি '৯৭, '৯৮, '৯৯